MAR. 30 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫ .....

খুলনায় বর্ণাঢ্য পুনর্মিলনীতে ছাত্রনেতাদের একদিন

খুলনা প্রতিনিধি : গতকাল শুক্রবার বিভাগীয় শহরের জিয়া হলে বসেছিল ষাটের দশক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহত্তর ছাত্রলীগ সাথীদের পুনর্মিলন মেলা। দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্রনেতারা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেলেও বহু দিন পর আন্দোলন সংগ্রামের সাথীদের ফিরে পেয়ে তারা যেন ফিরে গেছে সেই পুরোনো দিনে। ইতিহাস বিকৃতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিটি বক্তা। আগামী প্রজন্মকে প্রয়োজনে আর একবার সংগ্রামে নামতে হবে। ছাত্রলীগের তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে ষাটের দশকের ছাত্রনেতারা অনুপ্রেরণা হিসেবে থাকবেন।

'৫২-র বাংলা ভাষা, '৬২-র শিক্ষা কমিশন, '৬৬-র ৬ দফা, '৬৯-এর গণআন্দোলন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগের ষাটের দশক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃহত্তর খুলনার ছাত্রলীগ সাথীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ ও মরহুম ছাত্রলীগ নেতাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। একে একে খুলনার ছাত্রনেতা শেখ হারুনুর রশিদ, হুমায়ুন কবীর বালু, সৈয়দ মনোয়ার আলী, কামরুজ্জামান টুকু, এম এইচ মোস্তফা, শেখ ইউনুস, বাগেরহাটের ডা. মোজাম্মেল হোসেন, মীর শওকত আলী বাদশা, মোড়ল আ. সালাম, গাজী খলিলুর রহমান, সরদার আ. জলিল, সাতক্ষীরার কাজী কামাল ছুট্টু, আজিবর রহমান, মহিদুল হক, ইঞ্জিনিয়ার মুজিবর রহমান প্রমুখ মঞ্চে আসেন। পুনর্মিলন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শেখ কামরুজ্জামান টুকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এড. এনায়েত আলী, আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস, এড. মোহাম্মদ আলী, বেগম মনুজান সুফিয়ান, সামসুর রহমান মনি, স ম বাবর আলী, সাবেক পুলিশ সুপার মিয়া আতাউল গনি বাদশা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক মন্ত্রী ও ষাটের দশকের তুখোড় ছাত্রনেতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ছাত্রলীগ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার আন্দোলনের মাইলফলক স্থাপন করে। ছাত্রলীগ ছিল বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের মূল হাতিয়ার। তৎকালীন ছাত্রনেতারা কোনো আপোস করেননি বলে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। যারা বিকৃতি চায় তাদের জনগণ আস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। জাতির জনকের ছবি তুলে নেওয়ার অপচেষ্টার ব্যাপারে নতুন প্রজন্মকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জাতির সঠিক ইতিহাস রক্ষায় যুব ও ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে ষাটের দশকের ছাত্রনেতারা আবার গর্জে উঠবেন।

দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, ইতিহাস রক্ষার আহ্বান জানিয়ে আ. রাজ্জাক বলেন, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে এক পতাকা তলে দাঁড়াতে হবে। আমরা আবার একবার এক হই। আমাদের সকল ভুলত্রুটি শুদ্ধ করে এক হয়ে নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামের ডাক দেই।

পরে ছাত্রনেতারা তাদের স্মৃতিচারণ করেন। অনেকে পুরোনো দিনের কথা মনে করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সাবেক ছাত্রনেতা এসেছিলেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে।